অভিজিৎ মিত্র

পালাই

আজ গোলমরিচ ভোরে , যখন মহানগরীর
গতির পায়ে মৃদু শিশির লাগছে আর আঁশটে
হাওয়া গড়ে দিচ্ছে উত্তুরে হাওয়ার কাঠামো --
আমার সবাইকে ফেলে পালাতে ইচ্ছে হল ।
চওড়া রাস্তার ওপর ছুটে পালানো একটা
বাসের হাতল থেকে ঝুলে পড়তে বা
লেকের ধারের কাঁচা রাস্তায় পায়ে পায়ে
ট্রেনের ভীড়ে কোলাজ হতে ভালো লাগে না ,
তবু মনে হল পালাই ।
এই একফালি জানলায় গাছের ওপাড়ে
ঝুলে কাঁচা আম অথবা আকাশের মেঘ ,
কোনোটাই গুনতে ইচ্ছে নেই ,
নেই ওহাতের কর্কশ বাড়িটাকে আঁক কষে
মৃদু করার কথাও , অথচ মনে হল
এবার পালানো দরকার ।
এই শহর , রাস্তা , চেনা গতি , অচেনা মানুষ ,
নদী , প্লাটফর্ম -- সব ফেলে রোজ পালাতে চাই
আর তখনি শব্দ , পালাবে কোথায় ?

পুনর

সামান্য জেলির শব্দে উঠে পড়ি
পাঁরুটিবিহীন চারটে থাবার শোকে
ড্রয়ারে শুইয়ে রাখা মগ্ন ছুরি
আর কালকের না লেখা
ধপধপে চিঠি
তেরছাদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে
শরীরের প্রতিটি লোম এবং জঙ্গল
জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা উকুন
যেগুলো এবার জেলি মাখিয়ে
আড়াআড়ি মুখে পুরব
আর নখের কাঠামো ধরে
ময়লাগুলোয় রোদপিঁপড়ে গুটিসুটি ছেড়ে
তার কাছে বলে আসতে হবে
ভালো থাকার ১০৮ উপায়

সামান্য জেলির শব্দে উঠে পড়ি
চেয়ে দেখি এসে গেছে গতকাল ভোর

ছক্কা

আইনস্টাইন একজন মোক্ষম ভায়োলিনিস্ট ছিলেন ।
প্রতিদিন অগস্টের ছয়ে সকালবেলা
কাঁঠাল মাখিয়ে সুস্বাদু ছড় টানতেন
বাজানো শুরু হতে সৈন্যরা
প্রাতরাশ ও কাগজ-পেন নিয়ে হাজির হয়ে
নয়ের জন্যও তুলে রাখতে চাইতো গোলাপ
আর ঊনিশশো পঁয়তাল্লিশ বার একই সিম্ফনি
সুর শেষ হলে
রবীন্দ্রনাথ দাড়ির খোলস ছেড়ে আস্ত
গিরগিটি বেশে ছোবল মারতেন নীল ভায়োলিনে
পেছনে থ্যাবড়ানো নাকেরা
রোগা তারগুলো ছিঁড়ে টুকরো বিটুকরো
প্রত্যেকের থালায় বিভিন্ন উজ্জ্বল সূর্য
আর নয়ছয় ছয়নয় ফাঁপা কাঁঠালকাঠে
একটা পাকাচুলবুড়োর বিস্মিত মুখ

অথচ বুড়োটা এবং আমরা বুঝতেও পারিনি
আইনস্টাইন ছিলেন লং এফেক্ট
ভাইব্রেশন থিয়োরীর টিপছাপবাবা ।

নাবলা

তোমাকে বলিনি
সাঁতারের রং
নদী আর জাহাজের স্কেচ
সূর্য মানে ভোর মানে ঊষা
সেবার তোমাকেই ঘরদোর ভেবে
চুলে গড়াচ্ছিল
যেভাবে লস্যির গন্ধ
মেখে নিল কোমরের আঁচল
তখনো তোমার কয়েকপিস
সিঁড়ি যাইযাই করছে
ক্যানভাসের পায়ে

তোমাকে বলিনি
দুসুর ঝালা , আমার অমুঠো ঘোর